EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস এডওয়ার্ড এম. কেনেডির ঐতিহ্য উদযাপন করলো ধানমন্ডিতে জনসেবামূলক কাজের জন্য নতুন সেন্টার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা

ঢাকা, ১৪ই ফেব্রুয়ারি -- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর আমেরিকান স্টাডিজ (বিএএএস)-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের আমেরিকান সেন্টার আজ ১৪ই ফেব্রুয়ারি সিনেটর এডওয়ার্ড এম. কেনেডির ঐতিহাসিক সফরের ৪০ বছর পূর্তি উদযাপন করলো। ১৯৭২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি এডওয়ার্ড এম. কেনেডি বাংলাদেশ সফর করেন। আজকের অনুষ্ঠানটিতে সিনেটর কেনেডির জনসেবার প্রতি নিবেদনের ওপর আলোকপাত করা হয় এবং তার ঐতিহ্যের সম্মানে “সেন্টার ফর পাবলিক সার্ভিস অ্যান্ড আর্টস” নামে একটি নতুন সেন্টার স্থাপনের ঘোষণা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানটিতে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের সহকারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট ও. ব্লেক ও বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার সঙ্গে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এএএমএস আরেফিন সিদ্দীকি ।

সারাদিনব্যাপী উদযাপনটি বিএএএস আয়োজিত বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মশালা দিয়ে শুরু হয়। কর্মশালাগুলোতে কেনেডির রাজনৈতিক ও মানবিক নীতি এবং বাংলাদেশের জন্য তার ভালবাসা পর্যালোচনা করা হয়। মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত আয়োজনে আমেরিকান সেন্টারের পরিচালক লরেন লাভলেস-এর পরিচিতিমূলক বক্তব্যের পর ১৯৭২ সালে কেনেডির ঐতিহাসিক সফরের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয় এবং ১৯৭২ সালের ঐতিহ্যের ওপর প্যানেল আলোচনার আয়োজন করা হয়। প্যানেলে বক্তারা ছিলেন ডেইলি স্টার পত্রিকার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি আক্কু চৌধুরী, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও কর্মী অধ্যাপক রওনাক জাহান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আব্দুল মোমিন চৌধুরী।

রাষ্ট্রদূত মজীনা তার বক্তব্যে নতুন সেন্টার স্থাপনের ঘোষণা দিতে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পরের দিনগুলো ও সিনেটর কেনেডির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সফরের কথা স্মরণ করেন। এই ক্যাম্পাসেরই বটতলায় আগের সেই বিশাল বটগাছের জায়গায় তিনি একটি বৃক্ষ রোপণ করেন। আজ সেই বৃক্ষ ও এদেশ উভয়েই অত্যন্ত শক্তিশালী

ও সমৃদ্ধ একথা বলতে গিয়ে মজীনা বলেন, ‘গত ৪০ বছরে ..এই বৃক্ষটির বেড়ে ওঠার মতই .. বাংলাদেশ ও উপরের দিকে উঠেছে।’ আজকে আমরা যখন আমেরিকান জনগণ ও বাংলাদেশের জনগণের ৪০ বছরের বন্ধুত্বকে উদযাপন করছি, আমি গর্বিত যে এই সময়টায় আমি ঘোষণা করতে পারছি যে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ধানমন্ডিতে নতুন “সেন্টার ফর পাবলিক সার্ভিস অ্যান্ড আর্টস”-এর উদ্বোধন করবে। এই সেন্টারটির মাধ্যমে এডওয়ার্ড এম. কেনেডি’র স্মৃতির প্রতি সম্মান এবং সর্বত্র জনসেবায় জড়িতদের প্রতি সম্মান দেখান হবে। বাংলাদেশের যেসব তরুণরা জনসেবামূলক কাজে আগ্রহী তাদেরকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও সহায়তা করাই হবে এই সেন্টারটির প্রধান লক্ষ্য।

সহকারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লেক তার বক্তব্যে জনসেবামূলক কাজে ও অন্যদের জীবন উন্নয়নের সংকল্পের প্রতি কেনেডির ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন এবং সিনেটর কেনেডি তার পেশাজীবনে যে নিদর্শন রেখে গেছেন সেরকম স্বেচ্ছাসেবামূলক ও জনসেবামূলক কাজের অনুপ্রেরণা বজায় রাখার জন্য ব্লেক তরুণদের প্রতি আহবাণ জানিয়ে বলেন, “বাংলাদেশের সক্রিয় সুশীল সমাজ ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের জন্য বাংলাদেশ ইতিমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে। তৃণমূল পর্যায় ও কম্যুনিটি কার্যক্রমমূখী বেশ কিছু সফল কর্মসূচির প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারায় বাংলাদেশ এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে, আর অন্যান্য সমাজব্যবস্থাগুলো বাংলাদেশের এই কাজকে অনুকরণ করতে পারে। এখানে বাংলাদেশে সেনেটর এডওয়ার্ড এম. কেনেডির ঐতিহ্য ও অনুপ্রেরণাকে শ্রদ্ধা প্রদান করে আপনারা অবশ্যই তাকে অনেক বড় সম্মান প্রদর্শন করছেন।”

ধানমন্ডিতে প্রতিষ্ঠিতব্য নতুন সেন্টারটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের যৌথ অংশীদারীত্বকে তুলে ধরে। সেন্টারটি তরুণদের নেতৃত্ব বিষয়ক কর্মশালা ও পেশাদারী উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, যুক্তরাষ্ট্রে পড়ালেখার জন্য ছাত্রদের দিকনির্দেশনা ও উপদেশমূলক তথ্যশালার আয়োজন এবং আমেরিকান ও বাংলাদেশীদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ, জনসেবা এবং শিল্পকলা বিষয়ক ধ্যান-ধারণা বিনিময়ের সমাবেশস্থল হিসেবে কাজ করবে। নতুন সেন্টারটির নির্মাণকাজ এ বছরের শেষের দিকে শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

===========

জিআর/ ২০১২

দ্রষ্টব্য: এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি ভাষ্য ‘আমেরিকান সেন্টার’-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে ‘আমেরিকান সেন্টার’-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৫৫৫০০, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল: *DhakaPA@state.gov* এবং ওয়েবসাইট: *dhaka.usembassy.gov* যোগাযোগ করুন।